Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 359–368
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

ভারতে নারীর ক্ষমতায়নের চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা

অতীন কুমার মাইতি
SACT-II, ডিপার্টমেন্ট অফ সোসিওলোজি
স্বর্ণময়ী যোগেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়
ইমেল : atinmaity1994@gmail.com

Keyword
নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর বর্তমান অবস্থা, নারীর বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ, নারীর সম্ভাবনা।

Abstract
গৌরবময় ভারতীয় ইতিহাস, একদিকে, অনেক সামাজিক মাত্রায় নারীদের সম্মান করে কিন্তু অন্যদিকে, এটি শিক্ষা, ব্যবসা এবং রাজনীতির তুলনায় নারীদের মুখোমুখি হওয়া চ্যালেঞ্জগুলির প্রতিধ্বনি করে তাদের নারী ও পুরুষ সমান। নারীর সামাজিক মর্যাদা যতদূর, তা সব ক্ষেত্রে পুরুষের সমান বলে বিবেচিত হয় না নারীরা বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় ৫০%। পরিবর্তনশীল দৃশ্যপটে নারীর অবদান অগ্রগতি এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাচ্ছে বলা হয় কিন্তু উন্নয়ন কর্মকাণ্ড শুধুমাত্র একটি ক্ষুদ্র অংশ উপকৃত হয়েছে নারীদের এক নজরে মুষ্টিমেয় নারীর অগ্রগতি নারীর আভাস দেখা যায়। ক্ষমতায়ন বিপরীতে সমাজের কোটি কোটি নারী এখনো প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত, যা তাদের এক করুণ পরিস্থিতিতে ফেলে দেয় এবং তার আসল ক্ষমতাকেও ক্ষুণ্ণ করে। গ্লোবাল ক্যানভাস দেখায় যে প্রায় ৭০% নারী দারিদ্রসীমার নিচে, বিশ্বের প্রায় ৮০% উদ্বাস্তু নারী এবং বিশ্বের দুই তৃতীয়াংশ নারী নিরক্ষর। গার্হস্থ্য সহিংসতা, নারী ভ্রূণ হত্যা, ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি ও ইভ-টিজিং, অসম মজুরি এবং লিঙ্গ বৈষম্য বিশ্বব্যাপী বাস্তবতা, যা বাধা দেয় নারীর ক্ষমতায়ন. নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি মোকাবেলা করতে হলে নারীদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং তাদের আশ্বস্ত করার জন্য পাবলিক নীতিমালার কঠোর প্রয়োগের কথা শোনা যায় অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং লিঙ্গ সমতা।

Discussion

> "নারী পুরুষের তুলনায়, সমান মানসিক ক্ষমতার সাথে প্রতিভাধর। পুরুষের ক্রিয়াকলাপের ক্ষুদ্রতম বিবরণে অংশ নেওয়ার অধিকার তার রয়েছে এবং তার মতো স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে। তিনি একটি সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী। তিনি তার নিজের কর্মক্ষেত্রে একটি সর্বোচ্চ স্থান পাওয়ার অধিকারী, যেমন মানুষ তার মধ্যে রয়েছে।"
>
> \- মহাত্মা গান্ধী

ক্ষমতায়ন একটি বহুমাত্রিক এবং গতিশীল সামাজিক প্রক্রিয়া যা মানুষকে লাভ করতে সাহায্য করে নিজেদের জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ। মেয়েদের ক্ষমতায়ন এবং নারী হচ্ছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চাবিকাঠি, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা,

এবং সামাজিক রূপান্তর। বিশ্বনেতা, বিশেষজ্ঞ এবং পণ্ডিতরা একই রকম এই অত্যাবশ্যক প্রচেষ্টার জন্য তাদের কণ্ঠের প্রশংসা করছি।মহাত্মা গান্ধী নারীদের উপর জোর দিয়েছেন শক্তি এবং হাইলাইট যদি অহিংসা হয় আমাদের সত্তার আইন, ভবিষ্যৎ নারীর সাথে। মিঃ ব্যারাক ওসামা, ৪৪তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছেন যখন নারীরা সফল হয়; জাতিগুলো বেশি নিরাপদ, নিরাপদ এবং সমৃদ্ধ। তবে অধ্যাপক ড. অমর্ত্য সেন, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী নারীর ক্ষমতায়নের কথা তুলে ধরেছে অর্থনীতি আমরা চাই একটি ভবিষ্যৎ নির্মাণের চাবিকাঠি।নারীদের অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে গান্ধি মন্তব্য করেছিলেন,

> "ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস যখন লেখা হবে নারীদের বীরত্বের কথা সেই ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি জায়গা দখল করবে।"

- ✓ অহিংসার ক্ষেত্রে অন্বেষণ এবং সাহসী পদক্ষেপ নিতে পুরুষের চেয়ে নারী বেশি উপযুক্ত।
- ✓ নারীদের নিজেদেরকে পুরুষের অধীন বা নিকৃষ্ট মনে করার কোনো সুযোগ নেই।
- ✓ নারী পুরুষের সঙ্গী, সমান মানসিক ক্ষমতা সম্পন্ন।
- ✓ শক্তি বলতে যদি নৈতিক শক্তি বোঝানো হয়, তাহলে নারী পুরুষের চেয়ে অপরিমেয় শ্রেষ্ঠ।
- ✓ অহিংসা যদি আমাদের সত্তার নিয়ম হয়, তবে ভবিষ্যৎ নারীর সাথে।
- ✓ নারী, আমি মনে করি, আত্মত্যাগের মূর্ত রূপ, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আজ সে বুঝতে পারে না যে পুরুষের উপর তার কী বিশাল সুবিধা রয়েছে।

গান্ধীজীর লেখা ও বক্তৃতা থেকে এই কয়েকটি বিখ্যাত উক্তি। গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন যে ভারতের মুক্তি নির্ভর করে তার নারীদের আত্মত্যাগ ও জ্ঞানার্জনের ওপর। মহান আত্মা মহাত্মা গান্ধীর প্রতি যেকোনো শ্রদ্ধাঞ্জলিই শূন্য হবে, যদি আমরা তাঁর কথা ও তাঁর জীবন থেকে আমাদের নিজস্ব নির্দেশনার জন্য কোনও ইঙ্গিত না নিই; তার কাছে ধারনা ও আদর্শের কোন মূল্য ছিল না যদি সেগুলি কর্মে রূপান্তরিত না হয়। তিনি পুরুষ ও নারীকে সমান হিসেবে দেখেছেন, একে অপরের পরিপূরক।এই প্রসঙ্গে আবার ইতিহাসবিদ রামচন্দ্র গুহ বলেছিলেন, "রাজনীতি ও সামাজিক আন্দোলনের ময়দানে নারীদের নিয়ে আসা ছিল নারী জাগরণের ক্ষেত্রে গান্ধির সব থেকে বড় অবদান"।সামাজিক ক্ষমতায়ন,এর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক ভাবে নারী তার বিকাশে আত্মবিশ্বাসের দিকে নিয়ে যায় ক্ষমতা এবং উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে পরিবর্তনের অনেক চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসতে হবে গ্রস রুট লেভেলে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য।

নারী ক্ষমতায়ন— নারীর ক্ষমতায়ন বলতে নারীদের নিজেদের জন্য সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম করার জন্য শক্তিশালী করে তোলাকে বোঝায়। নারীরা বছরের পর বছর ধরে পুরুষের হাতে অনেক কষ্ট পেয়েছে। আগের শতাব্দীতে, তারা প্রায় অস্তিত্বহীন হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। যেন সব অধিকার পুরুষের, এমনকি ভোট দেওয়ার মতো মৌলিক কিছু। সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে নারীরা তাদের ক্ষমতা উপলব্ধি করতে পেরেছে। সেখানে শুরু হয় নারীর ক্ষমতায়নের বিপ্লব। এটি তাদের তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করেছে এবং কীভাবে একজন পুরুষের উপর নির্ভর না করে সমাজে তাদের নিজস্ব জায়গা তৈরি করতে হবে। এটি এই সত্যটিকে স্বীকৃতি দিয়েছে যে জিনিসগুলি কেবল তাদের লিঙ্গের কারণে কারও পক্ষে কাজ করতে পারে না। তাই নারী ক্ষমতায়ন হল নারী ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়া।ক্ষমতায়নকে বিভিন্ন উপায়ে সংজ্ঞায়িত করতে পারা যায়, কিন্তু, নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলতে ক্ষমতায়নের অর্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ার বাইরের মানুষের (মহিলাগণ) একে গ্রহণ করা এবং তাঁদের অনুমতি দেওয়া। "এই রাজনৈতিক গঠন এবং আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটি আয় উপার্জনের দক্ষতার উপর জোর দেওয়া হয়, যা অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণকে সক্ষম করেন।" ক্ষমতায়ন হল একটি প্রক্রিয়া যা ব্যক্তির নিজের জীবন, সমাজ এবং নিজের সম্প্রদায়ে ক্ষমতা সৃষ্টি করে। মানুষ ক্ষমতাবান হয় যেখানে তাঁদের শিক্ষা, পেশা এবং জীবনযাত্রার নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা এবং সেই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে তাঁরা তাঁদের উপলব্ধ সুযোগসমূহ লাভ করতে সক্ষম হয়। নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার বোধ করার ক্ষমতায়নের একটি ধারণা সৃষ্টি হয়। ক্ষমতায়নে শিক্ষার মাধ্যমে নারীর সম্মান বাড়াতে সচেতনতা বৃদ্ধি, সাক্ষরতা এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে। নারী ক্ষমতায়ন নারীদের সমাজে বিভিন্ন সমস্যার মধ্য দিয়ে জীবন নির্ধারণমূলক সিদ্ধান্ত

গ্রহণের সুযোগ দেয়। নারী ক্ষমতায়ন নারীর নিজস্ব মূল্যবোধকে বিকশিত করতে সাহায্য করে।বিকল্প-ভাবে, এই নারীদের জন্য লিঙ্গ ভূমিকা সংজ্ঞায়িত করার প্রক্রিয়া যা তাঁদের পরিচিত বিকল্পসমূহের মধ্যে বেছে নেওয়ার ক্ষমতা লাভ করার অনুমতি দেয়, তাঁদের এই ধরনের ক্ষমতার থেকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। নারী ক্ষমতায়নের সংজ্ঞায়িত করতে অনেক নীতি আছে, যেমন: ক্ষমতায়নের জন্য তাঁদের নিশ্চয়ই প্রতিদানের অবস্থানের থেকে বেরিয়ে আসতে হয়। ক্ষমতায়ন আত্ম সম্মান থেকে উদ্ভূত হয়। আবার, ক্ষমতায়ন একটি প্রক্রিয়া, কোনও বস্তু নয়।নারী ক্ষমতায়ন উন্নয়ন এবং অর্থনীতিতে আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। এটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রেক্ষাপটে অন্যান্য তুচ্ছ লিঙ্গ সম্পর্কিত পদ্ধতির দিকেও ইঙ্গিত করতে পারে।নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নারীদের নিয়ন্ত্রণের অধিকার ভোগ করার ক্ষমতা এবং সম্পদ, আয় এবং তাঁদের নিজস্ব সময়ের থেকে উপকার লাভ করার সাথে সমস্যা পরিচালনা এবং তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থান তথা সুস্থতার উন্নতি করার ক্ষমতাকে বোঝায়।

'নারীর ক্ষমতায়ন', প্রায়শই মিশে যায় "লিঙ্গ সমতা' বা 'জেন্ডার ইকুইটি' যা পৃথক কিন্তু অন্তরঙ্গভাবে সম্পর্কযুক্ত একটি ধারণা। নীতি গবেষণা প্রতিবেদন (বিশ্ব ব্যাংক, 2001) 'লিঙ্গ সমতা' শব্দটিকে ব্যাখ্যা করে, যা এটি-আইনের অধীনে সমতার পরিপ্রেক্ষিতে সংজ্ঞায়িত করে। লিঙ্গ সমতা"মহিলাদের সঙ্গে পুরুষদের জীবনের সমতা ও তাদের বিভিন্ন চাহিদা স্বীকৃতি এবং স্বার্থ, এবং ক্ষমতার পুনর্বন্টন প্রয়োজন। তবে লিঙ্গ সমতায় নারী এবং পুরুষদের যে পার্থক্য আছে বিভিন্ন চাহিদা, পছন্দ, এবং আগ্রহ এবং যে ফলাফলের সমতা ভিন্ন প্রয়োজন হতে পারে পুরুষ এবং মহিলাদের চিকিৎসা" (রিভস এবং বাধেন, 2000)। মনে করা হচ্ছে স্বায়ত্তশাসন এবং ক্ষমতায়ন যুক্তিসঙ্গত-ভাবে একই, সাবেক একটি স্থির অবস্থা এবং এইভাবে পরিমাপযোগ্য সর্বাধিক উপলব্ধ সূচক, যখন পরেরটি একটি গতিশীল প্রক্রিয়া এবং সময়ের সাথে পরিবর্তন । সেখানে নারীর অনেক সূচক হতে পারে ক্ষমতায়ন যা শহরের সাথে সাথেই গ্রামাঞ্চলে তা ভিন্ন হতে পারে।

নারীর ক্ষমতায়নে ভারত যে বিভিন্ন পর্যায় নিয়েছে তা হল -

- ✓ প্রাচীন ভারত– মহিলাদের প্রাথমিক কর্তব্য হল "স্বামী সেবা"।
- ✓ মধ্যযুগীয় ভারত- মহিলাদের বাইরে যেতে দেবেনা। তাকে প্রকাশ করতে দেবেন না। তার স্বামী মারা গেলে তাকে ও মরতে হবে।
- ✓ স্বাধীনতা পূর্বের আধুনিক ভারত- সকলে এগিয়ে আসুন সতীদাহ বন্ধ করুন। স্বামী মারা যাওয়ার পর তাকে চিরকাল ঘরের মধ্যে থাকতে দিন।
- ✓ ১৯৫০- নারী-শিশুদের স্কুল ও কলেজে পাঠানো।
- ✓ ১৯৬০-যৌতুক নিষেধাজ্ঞা আইন গড়ে তোলা।
- ✓ ১৯৯০-সমাজ কাঠামোতে নারীদের দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত হওয়া উচিত।
- ✓ ২০০১- নারী ক্ষমতায়ন বছর।
- ✓ ২০১০- সংসদে মহিলাদের জন্য ১/৩ আসন সংরক্ষিত হওয়া।

নারী ক্ষমতায়নের ধারণা গ্রহণ করলে এমন কার্য্যসূচি এবং নীতি বাস্তবায়নের ফলে গোটা দেশ, ব্যবসা, সম্প্রদায় এবং গোষ্ঠী উপকৃত হবে।নারী ক্ষমতায়ন একটি সমাজের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয়, কারণ এটি উন্নয়নের জন্য উপলব্ধ মানব সম্পদের গুণমান এবং পরিমাণ উভয়ত বাড়িয়ে তোলে।

নারীর ক্ষমতায়নের জন্য প্রয়োজন— সারা বিশ্বের নারীরা আজ যে মর্যাদায় পৌঁছেছে তার জন্য বিদ্রোহী হয়েছে। যদিও পশ্চিমা দেশগুলি এখনও উন্নতি করছে, ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি এখনও নারীর ক্ষমতায়নে পিছিয়ে রয়েছে। ভারতে নারীর ক্ষমতায়ন আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রয়োজন। ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে রয়েছে যা মহিলাদের জন্য নিরাপদ নয়। এর বিভিন্ন কারণ রয়েছে। প্রথমত, ভারতে নারীরা অনার এর ঝুঁকিতে রয়েছে। তাদের পরিবার মনে করে যে তারা যদি তাদের উত্তরাধিকারের সুনামকে লজ্জা দেয় তবে তাদের জীবন নেওয়ার অধিকার রয়েছে। তাছাড়া এখানে শিক্ষা ও স্বাধীনতার দৃশ্যপট খুবই পশ্চাদপসরণমূলক। মহিলাদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের অনুমতি নেই, তাদের তাড়াতাড়ি

বিয়ে করা হয়। পুরুষরা এখনও কিছু অঞ্চলে মহিলাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করছে যেমন তার জন্য অবিরাম কাজ করা নারীর কর্তব্য। তারা তাদের বাইরে যেতে দেয় না বা কোনও ধরনের স্বাধীনতা রাখে না।

এছাড়াও ভারতে গার্হস্থ্য সহিংসতা একটি বড় সমস্যা। পুরুষরা তাদের স্ত্রীকে মারধর করে এবং তাদের গালি দেয় কারণ তারা মনে করে নারী তাদের সম্পত্তি। আরও তাই, কারণ মহিলারা কথা বলতে ভয় পান। একইভাবে, যে মহিলারা প্রকৃতপক্ষে কাজ করেন তারা তাদের পুরুষদের তুলনায় কম বেতন পান। লিঙ্গের কারণে একই কাজের জন্য কাউকে কম অর্থ প্রদান করা সম্পূর্ণ অন্যায় এবং যৌনতা-বাদী। এইভাবে, আমরা দেখি কিভাবে নারীর ক্ষমতায়ন সময়ের প্রয়োজন। আমাদের এই নারীদের নিজেদের পক্ষে কথা বলার ক্ষমতায়ন করতে হবে এবং কখনই অন্যায়ের শিকার হতে হবে না।

নারীর ক্ষমতায়নের উপাদান— ভারতীয় প্রেক্ষাপটে তিনটি মৌলিক সূচক রয়েছে নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর নিরাপত্তা,সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা, এবং গতিশীলতা। এইগুলো গ্রামের জন্য তিনটি সূচক উল্লেখযোগ্য ভাবে শিক্ষিত এবং কম শিক্ষিত নারীর মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়,নারীর ক্ষমতায়নের সূচকগুলো সেটাই দেখায় এর পরিবর্তে, নীতিগুলি এক-মডেল-সমস্ত-ফিট নয় এটা প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের দিকে পরিচালিত করতে হবে এবং সামাজিক গঠনে বিশেষভাবে মনোযোগী হতে হবে। Wiklander and Thede-এর অধ্যয়ন(2010) নারীর নির্ধারকদের উপর গ্রামীণ ভারতে ক্ষমতায়ন, সুপারিশ করে।

সেন (1993) এর আরেকটি উপাদান প্রস্তাব করেছিলেন ক্ষমতায়ন যা একে অন্যদের থেকে আলাদা করে ধারণা হল এজেন্সি-অন্য কথায়, নারী নিজেদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অভিনেতা হতে হবে পরিবর্তনের প্রক্রিয়া যা বর্ণনা করা হয়। সুতরাং, তাত্ত্বিকভাবে একটি হতে পারে লিঙ্গ সমতার সূচকে উন্নতি, কিন্তু যদি না সুপারসিডিং অনুশীলন জড়িত থাকে নারীরা বরং পরিবর্তনের এজেন্ট হিসেবে শুধুমাত্র এর সুবিধাভোগী হিসাবে, তবে জাতিসংঘ মহিলাদের সংজ্ঞায়িত করার প্রধান উপাদান হিসেবে ক্ষমতায়নের কথা বলে, যা: নারীর বোধ স্ব-মূল্য; তাদের অধিকার এবং নির্ধারণের পছন্দ; তাদের অ্যাক্সেস পাওয়ার অধিকার সুযোগ এবং সম্পদ অ্যাক্সেস করার অধিকার আছে।তাদের নিজেদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা, উভয় মধ্যে এবং বাড়ির বাইরে; তাদের প্রভাবিত করার ক্ষমতা সামাজিক পরিবর্তনের দিক নির্দেশনা আরও তৈরি করতে শুধু সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, জাতীয়ভাবে এবং আন্তর্জাতিকভাবে পুনর্গঠন একটি চাপ প্রয়োজন আছে।

ভারতে নারীদের বর্তমান অবস্থা— ভারতীয় সমাজে, নারীরা ঐতিহ্যগতভাবে বৈষম্যের শিকার হয় এবং রাজনৈতিক ও পারিবারিক সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত থেকে বাদ পড়ে। নারীদের তাদের পরিবারকে সমর্থন করার জন্য দৈনিক ভিত্তিতে প্রচুর পরিমাণে কাজ করা সত্ত্বেও, তাদের মতামত খুব কমই স্বীকার করা হয় এবং তাদের অধিকার সীমিত। জন্মের পর থেকেই ভারতীয় তরুণীরা বৈষম্যের শিকার হয়। ভারতীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের ২০০৫ সালের রিপোর্ট অনুসারে, মেয়েদের মধ্যে শিশুমৃত্যুর হার ছেলেদের তুলনায় ৬১% বেশি। এই লিঙ্গ বৈষম্য শিক্ষার ক্ষেত্রেও রয়েছে; ৬ থেকে ১৭ বছরের মধ্যে মাত্র ২/৩ মেয়েকে স্কুলে পাঠানো হয়, একই বয়সের ৩/৪ ছেলেদের তুলনায়। এছাড়াও, গ্রামাঞ্চলে, মাত্র ৪৬% নারী সাক্ষর, যা পুরুষদের সাহিত্যের হারের প্রায় অর্ধেক।

স্কুলে যাওয়ার পরিবর্তে, মেয়েরা তাদের পরিবারকে সাহায্য করার জন্য প্রায়শই খুব অল্প বয়স থেকেই কাজ করতে বাধ্য হয়। আরও উদ্বেগজনক, ২৫% মহিলা ১৫বছর বয়সের আগে বিয়ে করে এবং প্রায়শই, তারা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে করে। এর গভীর পরিণতি রয়েছে, বিশেষত মহিলাদের স্বাস্থ্যের উপর এবং তাদের অনিশ্চিত পরিস্থিতি প্রায়শই তাদের যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা পেতে বাধা দেয়। অনেক ভারতীয় মহিলার জন্য, নিকৃষ্ট আচরণ, সহিংসতা এবং শোষণ প্রতিদিনই ঘটে।

যাইহোক, গত কয়েক দশকে ভারতে নারীদের অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। ক্রমবর্ধমান সংখ্যক ভারতীয় মহিলা স্থানীয় এবং জাতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করছেন এবং ২০০৭ সাল থেকে দেশটি একজন মহিলা, প্রতিভা পাতিলের শাসনের অধীনে রয়েছে। ১৯৫০ সালে ভারতীয় প্রজাতন্ত্র সৃষ্টির পর থেকে তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত প্রথম মহিলা। ২০১১

সালের আদমশুমারি অনুসারে, ভারতের জনসংখ্যা ছিল ১২১.০৬ কোটি এবং মহিলারা এর ৪৮.৫% গঠন করে। ২০১১ সালে, সর্বভারতীয় স্তরে লিঙ্গ অনুপাত (প্রতি ১০০০ পুরুষে মহিলার সংখ্যা) ছিল ৯৪৩ এবং গ্রামীণ এবং শহরাঞ্চলের জন্য একই যথাক্রমে ৯৪৯ এবং ৯২৯।

স্বাধীনতার পর নতুন আইন (বিশেষ বিবাহ আইন ১৯৫৪, হিন্দু বিবাহ আইন, ১৯৫৫, হিন্দু উত্তরাধিকার আইন ১৯৫৬, এবং যৌতুক বিরোধী আইন ১৯৬১), মাতৃত্ব কালীন সুবিধা আইন প্রণয়নের ফলে নারীদের অবস্থার পরিবর্তন আরও গতি পায়।মহিলাদের উন্নত অবস্থার কারণে ভারতে মহিলারা আজ সরকারি অফিস এবং বেসরকারি সংস্থাগুলিতে অনেক উচ্চ এবং মর্যাদাপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত। তারা ভারতের দৈনন্দিন অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে জড়িত।

১. নারী ক্ষমতায়নে শিক্ষার অবস্থা – শিক্ষা 'মানুষের আত্মবিশ্বাস বাড়ায় এবং তাঁদের বেশি ভাল চাকরি চেয়ে পাওয়ায় সক্ষম করে এবং তারা পুরুষদের সাথে একই সারিতে দাঁড়িয়ে কাজ করতে পারে'। তারা জনগণের বিতর্কে জড়িত এবং স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক সুরক্ষা এবং অন্যান্য অধিকারের জন্য সরকার থেকে দাবি জানান"। বিশেষকরে, শিক্ষা নারীদের এমন বাছাই করতে ক্ষমতা দেয় যা তাঁদের ছেলে-মেয়ের স্বাস্থ্য, তাঁদের মঙ্গল এবং জীবিত থাকার সম্ভাবনার উন্নতি করে। শিক্ষা বিভিন্ন এই রোগ প্রতিরোধ তথা ধারণা সম্পর্কে অবহিত করে এবং অপুষ্টি হ্রাস করতে প্রচেষ্টার এটি একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। আবার, এটি নারীদের এমন পছন্দসমূহ বাছাই করতে সক্ষম করে যা তাঁদের কল্যাণের উন্নতি করতে পারে, যেগুলির মধ্যে শৈশব পার করে বিবাহ (বিয়ে) করা এবং কম সন্তান জন্ম হওয়া সহ। গুরুতর ভাবে, শিক্ষা তাঁদের অধিকার সম্পর্কে নারীদের সচেতনতা বাড়াতে পারে, তাঁদের আত্ম-মর্যাদাবোধ বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং তাঁদের অধিকারকে দৃঢ় করার সুযোগ দিতে পারে। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে, মহিলা সাক্ষরতার হার ভারতে এখনও পুরুষের তুলনায় অনেক কম (৬৪.৭%) সাক্ষরতার হার (৮০.৯%)। তবে জেন্ডার গ্যাপ সাক্ষরতার হার কয়েক বছর ধরে ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে। এটা ২০০১ সালে ২১.৬% থেকে তা ১৬.৩% এ নেমে এসেছে।

সম্প্রতি দশকে উল্লেখযোগ্য উন্নতি থাকা সত্ত্বেও, শিক্ষা সর্বজনীনভাবে পাওয়া যায় না ও লিঙ্গ বৈষম্য বজায় থাকে। অনেক দেশে একটি বড়ো উদ্বেগ হল কেবলমাত্র স্কুলে যাওয়া মেয়েদের সীমাবদ্ধ সংখ্যা হয় না, যারা শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করে তাঁদের জন্য শিক্ষামূলক বাঁক সীমিত। এবং বেশি সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় যে, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল তথা গণিত শিক্ষায় মেয়েদের কম অংশগ্রহণ এবং শিক্ষার অর্জনকে লক্ষ্য করার জন্য আরও বেশি প্রচেষ্টা করা উচিত।

২. অর্থনৈতিক অবস্থা– অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন হল আর্থিক সংস্থানগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ এবং বরাদ্দের সাথে জড়িত সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া এবং কাজ করার ক্ষমতা।নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন লিঙ্গ সমতা, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দিকে একটি প্রত্যক্ষ পথ নির্ধারণ করে। নারীরা ব্যবসায়, খামারে, উদ্যোক্তা বা কর্মচারী হিসাবে বা বাড়িতে অবৈতনিক যত্নের কাজ করে অর্থনীতিতে প্রচুর অবদান রাখে।নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সম্পদ এবং সুযোগের উপর নিয়ন্ত্রণের সমান অ্যাক্সেস এবং অবৈতনিক পরিচর্যা কাজের একটি ভাল অংশ সহ শ্রমবাজারে কাঠামোগত লিঙ্গ বৈষম্য দূর করার মাধ্যমে অর্জন করা যেতে পারে।অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের সুবিধা-

- ✓ বিশ্বব্যাপী নারীদের কর্মসংস্থানের প্রায় এক তৃতীয়াংশ কৃষিতে রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে বনায়ন এবং মাছ ধরা, তবে এটি স্ব-নিযুক্ত এবং অবৈতনিক পারিবারিক কর্মীদের বাদ দিতে পারে। তবুও, দেশ ও অঞ্চল জুড়ে পার্থক্য লক্ষণীয়। উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশগুলিতে কৃষিতে নারী শ্রমিকের অংশ মাত্র ৯.৫ শতাংশ এবং উচ্চ-আয়ের দেশগুলিতে ২.৬ শতাংশ, যখন কৃষি নিম্ন-মধ্যম আয়ের এবং নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশগুলিতে মহিলাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্মসংস্থানের খাত হিসাবে রয়ে গেছে।
- ✓ নারী কৃষকদের তাদের পুরুষ সমকক্ষদের তুলনায় উল্লেখযোগ্য ভাবে কম অ্যাক্সেস, নিয়ন্ত্রণ এবং জমি এবং অন্যান্য উৎপাদনশীল সম্পদের মালিকানা রয়েছে। জমি সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সম্পদ; বিশ্বে কৃষি জমির মালিকের মাত্র ১২.৮ শতাংশ নারী।
- ✓ নিরাপদে জল ও স্যানিটেশনের অভাবে নারী ও মেয়েরা সবচেয়ে বেশি ভোগে। প্রাঙ্গণে জলের অ্যাক্সেস ছাড়াই ৮০ শতাংশ পরিবারের জল সংগ্রহের জন্য মহিলা এবং মেয়েরা দায়ী।

- ✓ নারী ও মেয়েরা শক্তির দারিদ্র্যের বোঝা বহন করে এবং নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য, সাশ্রয়ী এবং পরিচ্ছন্ন শক্তির অভাবের বিরূপ প্রভাব অনুভব করার সম্ভাবনা বেশি। গৃহস্থালির শক্তির জন্য দাহ্য জ্বালানী ব্যবহার করার ফলে অভ্যন্তরীণ বায়ু দূষণের কারণে ২০১২সালে ৪.৩ মিলিয়ন মানুষের মৃত্যু হয়েছিল, যেখানে প্রতি ১০টি মৃত্যুর মধ্যে ৬জন মহিলা এবং মেয়েরা মারা যায়।
- ✓ পরিবেশের অবক্ষয় এবং জলবায়ু পরিবর্তন নারী ও শিশুদের উপর অসম প্রভাব ফেলে । মহিলারা প্রায়ই জলবায়ু-সম্পর্কিত ধাক্কা এবং চাপ বা অভ্যন্তরীণ এবং শহুরে দূষণের স্বাস্থ্যের প্রভাবগুলির সাথে মোকাবিলা করার ধাক্কা সহ্য করে, যা তাদের যত্নের বোঝা বাড়ায়। যেহেতু ভূমি, বন ও জলসম্পদ বাণিজ্যিক বিনিয়োগের জন্য ক্রমবর্ধমান ভাবে আপস, বেসরকারিকরণ বা "দখল" হচ্ছে, স্থানীয় সম্প্রদায় এবং আদিবাসীরা, বিশেষ করে নারীরা, যাদের জীবিকা তাদের উপর নির্ভর করে, তারা প্রান্তিক ও বাস্তু-চ্যুত হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী, দুর্যোগের সময় পুরুষদের তুলনায় নারীদের মৃত্যুর সম্ভাবনা ১৪ গুণ বেশি।

৩. রাজনৈতিক অবস্থা— লিঙ্গ সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন উভয়ই মানবাধিকার এবং ব্যাপক, নিরপেক্ষ এবং টেকসই উন্নয়ন অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয়।গণতন্ত্র বজায় রাখার জন্য সরকার ও রাজনীতিতে নারীদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে।ভারতের ২০১৪, সালের সংসদীয় সাধারণ নির্বাচনে মহিলাদের ভোটদানের হার ছিল ,৬৫.৬৩,%, যেখানে পুরুষদের ভোটের হার ৬৭.০৯% ছিল। ভারতের ২৯টি রাজ্যের মধ্যে ১৬টিতে পুরুষদের চেয়ে বেশি নারী ভোট দিয়েছেন। ভারতের পার্লামেন্টের জন্য এপ্রিল-মে ২০১৪, নির্বাচনে মোট ২৬০.৬ মিলিয়ন নারী তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে।

৪. নারীর বিরুদ্ধে অপরাধ— গত তিনটি বছর, যেখানে ভারতে ২৪,০০০ এরও বেশি যৌতুকের ঘটনায় মৃত্যু ঘটেছে। যেখানে প্রায় ৭০% বিবাহিত মহিলা ভারতে ১৫ থেকে ৪৯ বছরের মধ্যে বয়স যারা মারধর বা ধর্ষণের শিকার।ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর ২০১৪ রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতে ধর্ষণের শিকার ৩৯.৮% কম বয়সী মেয়ে বয়স ১৮। The Thomson Reuters Foundation Survey (২০১১) প্রকাশ করে যে ভারত চতুর্থ মহিলাদের জন্য বিশ্বের সবচেয়ে বিপদজনক জায়গা যেকোনো শ্রেণী, বর্ণ বা নারী হিসেবে বসবাস করে ধর্ম ও ধর্ম নিষ্ঠুরতার শিকার হতে পারে ও অ্যাসিড হামলার সহিংসতার শিকার হতে পারে।ভারতে অ্যাসিড হামলার একটি সাধারণ কারণ মহিলাদের উপর যারা পুরুষের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।আবার বিবাহ বা বিবাহবিচ্ছেদের জন্য জিজ্ঞাসা একটি ফর্ম প্রতিশোধের একটি উল্লেখ্য অনুযায়ী The Avon Foundation স্পন্সর করা অধ্যয়ন ২০১১ সালে নারীদের মধ্যে ৭২% অ্যাসিড-আক্রমণের ঘটনা ঘটে ভারত ২০০২ থেকে ২০১০ পর্যন্ত মহিলারা এর শিকার হন।নারীর প্রতি নিত্যদিনের অপরাধের তালিকা কখনও শেষ হয় না।

৫. লিঙ্গ অনুপাত— লিঙ্গ অনুপাত হল ডেমোগ্রাফি প্যারামিটারের সবচেয়ে মৌলিক এবং নারী ও পুরুষের আপেক্ষিক বেঁচে থাকা এবং জনসংখ্যার ভবিষ্যৎ প্রজনন সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়।২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী, দেশে প্রতি ১০০০ পুরুষে ৯৪০ জন মহিলা রয়েছে। এই লিঙ্গ অনুপাত থেকে দেখা যাচ্ছে , ২০০১ সালের থেকে অবস্থার উন্নতি হয়েছে। ২০০১ সালে ১০০০ পুরুষে মহিলার সংখ্যা ছিল ৯৩৩। দশকের পর দশক ধরে ভারতে পুরুষের তুলনায় মহিলার পরিমাণ কমেছে।

৬. বাল্যবিবাহ – বাল্যবিবাহ বলতে ১৮ বছরের কম বয়সী একটি শিশু এবং একজন প্রাপ্তবয়স্ক বা অন্য একটি শিশুর মধ্যে যেকোনো আনুষ্ঠানিক বিয়ে বা অনানুষ্ঠানিক মিলনকে বোঝায়।জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ সালের মধ্যে এই মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে বিশ্বব্যাপী পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

৭. লিঙ্গ বৈষম্য – নারীর ক্ষমতায়ন লিঙ্গ সমতা অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এর মধ্যে রয়েছে একজন নারীর স্ব-মূল্যবোধের বৃদ্ধি, তার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা, সুযোগ এবং সম্পদে তার প্রবেশাধিকার, বাড়ির ভিতরে এবং বাইরে তার নিজের জীবনের উপর তার ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবর্তনকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা।

নারীদের ক্ষমতায়নের প্রধান চ্যালেঞ্জ এবং বাধা— এই প্রক্রিয়ায় প্রধান বাধা নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে অনেক সমস্যা অতীতে এবং এখনও মহিলাদের দ্বারা সম্মুখীন হয়েছে আজ লিঙ্গ বৈষম্য, শিক্ষার অভাব, শিশুহত্যা, আর্থিক সীমাবদ্ধতা, পরিবার দায়িত্ব, নিম্ন গতিশীলতা, কম ক্ষমতা ঝুঁকি সহ্য করা, কিছু অর্জনের জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য করা যায় যা এই প্রক্রিয়ায় প্রধান বাধা।

১. সামাজিক নিয়ম পরিবর্তন – লিঙ্গ নিয়মগুলি,যা ধর্মীয় বিশ্বাস, উপজাতীয় শাসন বা স্থানীয় ইতিহাস থেকে উদ্ভূত হতে পারে, বেশির ভাগ গবেষণায় নারীদের অভিজ্ঞতার প্রায় সমস্ত বাধা এবং সুবিধার একটি গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্নিহিত কারণ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। লিঙ্গ নিয়মাবলী তথ্য এবং নেটওয়ার্ক, চাকরি এবং সম্পদে তাদের অ্যাক্সেস সীমিত করে মহিলাদের অর্থনৈতিক সুযোগগুলিকে সীমাবদ্ধ করতে পারে। লিঙ্গ নিয়মগুলি একটি লিঙ্গভিত্তিক পেশাগত বিচ্ছিন্নতাকেও ন্যায্যতা দেয় যা প্রায়শই মহিলাদেরকে এমন চাকরিতে ছেড়ে দেয় যা কম মূল্যবান বলে মনে করা হয় এবং এইভাবে কম মজুরি প্রদান করে।মহিলাদের প্রতি সহিংসতা এবং যৌন হয়রানির ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য লিঙ্গ নিয়মগুলিও উদ্ধৃত করা হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে, নারীদের সুরক্ষার জন্য আইনগুলি হয় বিদ্যমান নেই বা প্রয়োগ করা হয় না।

নারীরা ছিল মানবিকতার চাবিকাঠি সমাজ এবং সম্প্রদায়, কিন্তু কিছু সঙ্গে ব্যতিক্রম, সামাজিক ও আইনি ক্ষমতা ছিল পুরুষদের দ্বারা চালিত।পরিবারে যেখানে পুরুষ এবং মহিলা উভয়ই সাধারণত বাইরে কাজ করে না।যদি পিতৃ-তন্ত্রের সৃষ্টি হয় সংস্কৃতি, এটি একটি নতুন সংস্কৃতি দ্বারা বিপরীত হতে পারে। এর নারীর ক্ষমতায়নের সঙ্গে পিতৃ-তন্ত্রের ধারণা ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে এবং এই মহিলার জন্য পরিবর্তনের দরজা খুলে দেয়।

২. অর্থনৈতিক নমনীয়তা – এটি সাধারণত ভুল বোঝাবুঝি যে মহিলারা কাজ করে/উপার্জন করে, তাই তারা অর্থনৈতিক ভাবে শক্তিশালী হয়। এর জন্য নারীকে ক্ষমতায়িত করতে হলে একজন মানুষ হিসাবে একই স্তরে উপার্জন করতে সক্ষম তাকেও হতে হবে। অধিকাংশ বিবাহিত নারী তাদের নিজস্ব উপার্জন ব্যবহার করে তারা তার নিজের খরচ করার অধিকারের মধ্যে দিয়ে যা থাকা উচিত।

৩. নারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান – সাধারণত, মহিলারা খুব কম বা কোন কথা বলে নাতাদের প্রভাবিত করা হয় এটি একটি সমস্যা, যেমন শিক্ষা,সম্পদ, বিবাহ, সন্তান জন্মদান ইত্যাদি পারিবারিক পর্যায় থেকেই নারীর উচিত হবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করা। জাতীয় পারিবারিক স্বাস্থ্য জরিপ (NFHS-3,2005) তথ্য থেকে মহিলাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতার উপর দেখা যায় যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ নারী-সাক্ষাতকারে তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত নিয়েছে মুলত পারিবারিক সমস্যা এবং তাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত। আবার কর্মরত শহুরেদের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা গ্রামীণ মানুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা বেশি। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাধারীরা সমান মর্যাদাকে অবশ্যই পুরুষদের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যায়।

৪. নারীদের নিরাপত্তা প্রদান – নারী নিরাপত্তা একটি প্রধান সামাজিক সমস্যা যা এর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমাধান করা প্রয়োজন। এর অর্থনিরাপত্তাহীনতা অগ্রগতির সবচেয়ে বড় বাধা হলো নারীত্ব। এই ধারণা থেকে পরিত্রাণ পেতে আমাদের পরিবর্তন করতে হবে মানুষের পুরুষত্বের নোংরা অনুভূতি।

ভারতে মহিলাদের জন্য সম্ভাবনা—

বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে নারী উদ্যোক্তা গুরুত্ব পাচ্ছে। পেশাগত কাঠামো এবং উদ্যোগগুলি একটি কঠোর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আরও সুযোগ তৈরি করছে। নারী উদ্যোক্তাদের শতাংশ বা অনুপাত ব্যাপকভাবে বাড়ছে।

ক্ষমতায়নের জন্য সাংবিধানিক বিধান -

- ✓ আইনের সামনে সমতা রাজ্য কোনও ব্যক্তির কাছে আইনের সামনে সমান বা ভারতের ভূখণ্ডের মধ্যে আইনের সমান সুরক্ষা অস্বীকার করবে না ধর্ম, বর্ণ, বর্ণ, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের ভিত্তিতে বৈষম্য নিষিদ্ধ (ধারা-14)।

- ✓ রাষ্ট্র শুধুমাত্র ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, জন্মস্থান বা তাদের যে কোন একটির ভিত্তিতে কোন নাগরিকের প্রতি বৈষম্য করবে না। (অনুচ্ছেদ 15(I)) ।
- ✓ এই অনুচ্ছেদের কোনও কিছুই রাষ্ট্রকে নারী ও শিশুদের জন্য কোনও বিশেষ বিধান করতে বাধা দেবে না (অনুচ্ছেদ 15(3) ।
- ✓ সকল নাগরিকের জন্য সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে সুযোগের সমতা। (ধারা 16)
- ✓ রাষ্ট্রীয় নীতি সুরক্ষিত করার নির্দেশ দিতে হবে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার, জীবিকা নির্বাহের পর্যাপ্ত মাধ্যম (অনুচ্ছেদ 39(a); সমান কাজের জন্য সমান বেতন পুরুষ এবং মহিলা উভয়কেই দিতে হবে। (ধারা 39(d)
- ✓ কাজের ন্যায্য ও মানবিক অবস্থার ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রীয় নীতি ত্রাণের জন্য রাষ্ট্র কাজের ন্যায্য ও মানবিক পরিস্থিতি এবং মাতৃত্ব কালীন ত্রাণের জন্য বিধান করবে। (ধারা 42)
- ✓ প্রত্যেক নাগরিকের ধর্মীয়, ভাষা-গত এবং আঞ্চলিক বা বিভাগীয় বৈচিত্র্যকে অতিক্রম করে ভারতের সমস্ত মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি এবং অভিন্ন ভ্রাতৃত্বের চেতনা উন্নীত করা; নারীর মর্যাদার জন্য অবমাননাকর অভ্যাস পরিত্যাগ করা;   (অনুচ্ছেদ 51A(e)
- ✓ পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে যাতে সরাসরি নির্বাচন এবং পঞ্চায়েতগুলির চেয়ার পারসনের অফিসের সংখ্যার মাধ্যমে পূরণ করা মোট আসনের মধ্যে মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশের কম সংরক্ষিত না হয়। (ধারা 243(D)
- ✓ সঠিক বিবেচনা নারীদের বৈষম্যমূলক অবস্থান সমাজ (অধিকার, এবং সুযোগ) আছে নেতিবাচক প্রভাব সবার উপর উন্নয়ন দিতে ব্যর্থতা লক্ষ্য করা গেছে।

সরকার অনেক উদ্যোগ নিয়েছে ব্যাপক ভাবে মহিলাদের সমস্যাগুলি প্রশমিত করার জন্য তবে এখনও,এর কারণে বিপুল সংখ্যক নারী বঞ্চিত হচ্ছেন সচেতনতার অভাবে। কঠোর প্রয়োগ তৃণমূল পর্যায়ে আইন ও নীতিমালা রয়েছে যেখানে বিভিন্ন সমস্যা এবং সহিংসতা মোকাবেলার প্রয়োজনে নারীদের সর্বোপরি নারীর কল্যাণ নিশ্চিত করা।

নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে আমাদের সরকারের নেওয়া কিছু ভালো নীতিগত পদক্ষেপ হল –

প্রথমত - মহিলাদের জন্য সংসদে এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত করার পদক্ষেপটি সম্ভবত নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে ভারত সরকারের সবচেয়ে সাহসী এবং সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ হতে পারে। বিলটি পাশ হলে নিম্ন-কক্ষে নারীদের দখলে থাকা ১৮০ টিরও বেশি আসন থাকবে যেখানে বর্তমানে ৩০টিরও কম আসন রয়েছে।

দ্বিতীয়ত - মহিলাদের সমন্বিত সামাজিক ক্ষমতায়ন প্রদানের জন্য, সরকার ২০০১ সালে "স্বয়ংসিধা" নামে একটি প্রকল্প শুরু করেছিল যা তাদের স্বনির্ভর মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHG) প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে যার উদ্দেশ্য হল মহিলাদের সর্বাত্মক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।

তৃতীয়ত - ২০০১ সালে গৃহীত নারীর ক্ষমতায়নের জাতীয় নীতিতে বলা হয়েছে যে "নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা, শারীরিক ও মানসিক, তা ঘরোয়া বা সামাজিক স্তরে হোক না কেন, প্রথা, ঐতিহ্য বা স্বীকৃত অভ্যাস থেকে উদ্ভূত সহ কার্যকর ভাবে মোকাবেলা করা হবে। এর ঘটনা দূর করা।

আর একটি উদ্যোগ হল স্টেপ (নারীদের জন্য প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান কর্মসূচিতে সহায়তা) নামে একটি কর্মসূচি। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো টেকসই কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন করা। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ একটি প্রকল্প নিয়ে এসেছে, স্বয়ংসিদ্ধ, মানব পাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং বাল্যবিবাহ রোধ করতে।স্বয়ংসিদ্ধ মানে 'স্বনির্ভর'। প্রকল্পটি অল্পবয়সী মেয়েদের এবং ছেলেদের জ্ঞান এবং দক্ষতার সাথে ক্ষমতায়নের কল্পনা করে যাতে তারা সচেতন, সতর্ক, সচেতন পছন্দ করতে সক্ষম হয় এবং তাদের অধিকার লঙ্ঘন ও অপব্যবহারের জন্য কম ঝুঁকিপূর্ণ হয়।আগ্রহী শিক্ষার্থীদের নিয়ে স্কুল-কলেজে স্বয়ংসিদ্ধ গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। এই দলগুলি ১২ থেকে ২১ বছর বয়সী ছাত্রদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল। রাজ্য সরকারের শিশু সুরক্ষা কমিটিগুলি এই গোষ্ঠীগুলির উপর নজরদারির নির্দেশনা দেয়।

"বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি, চির কল্যানকর, অর্ধেক তার কারিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।"
-- কাজী নজরুল ইসলাম

ভারত 'বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতি' হয়ে উঠেছে এবং পরবর্তী দশকে প্রবৃদ্ধি ঊর্ধ্বমুখী হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এটি করতে ব্যক্তি এবং সরকার উভয়কেই একত্রিত হতে হবে। মেয়েদের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে যাতে নারীরা নিরক্ষর হয়ে নিজেদের জীবন গড়তে পারে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব ক্ষেত্রেই নারীদের সমান সুযোগ দিতে হবে। তাছাড়া তাদেরও সমান বেতন দিতে হবে। বাল্যবিবাহ রোধ করে আমরা নারীর ক্ষমতায়ন করতে পারি। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে যেখানে তাদের আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হলে নিজেদের রক্ষা করার দক্ষতা শেখানো যেতে পারে।সবচেয়ে বড় কথা, ডিভোর্স এবং অপব্যবহারের লজ্জা অবশ্যই জানালা দিয়ে ফেলে দিতে হবে। সমাজের ভয়ে অনেক নারীই আপত্তিজনক সম্পর্কে থেকে যায়। যাইহোক, ভারতের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সত্ত্বেও, নারীরা এই অগ্রগতির শেষ প্রান্তে নিজেদের খুঁজে পায়। এক বিলিয়নেরও বেশি জনসংখ্যার সাথে, ২০১৯ এবং ২০২১এর মধ্যে একটি জাতীয় পরিবার এবং স্বাস্থ্য সমীক্ষা নির্দেশ করে যে ভারতে পুরুষদের তুলনায় বেশি মহিলা রয়েছে– 'প্রতি ১০০০জন পুরুষের জন্য ১০২০জন মহিলা'। নারীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যা থাকা সত্ত্বেও, ভারতে নারীরা এমন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় যা মূলত লিঙ্গ ভূমিকার সামাজিক ধারণা থেকে উদ্ভূত হয়। এই বৈষম্য এবং লিঙ্গ বৈষম্যের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এই সমস্যা সমাধানের জন্য, সংস্থাগুলি ভারতে মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য প্রচেষ্টা নিবেদিত করছে।

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (the World Economic Forum) ২০২১ সালের গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্সে, ভারত ১৫৩টি দেশের মধ্যে ১৪০ তম স্থানে রয়েছে, 'দক্ষিণ এশিয়ায় তৃতীয়- সবচেয়ে খারাপ পারফর্মার হয়ে উঠেছে।' ভারত তার ২০২০ এর ১১২ তম স্থান থেকে ২৮ স্থান কমেছে। প্রতিবেদনে এই পতনের বেশ কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পরিপ্রেক্ষিতে, মহিলা মন্ত্রীর সংখ্যা ২০১৯ সালে প্রায় ২৩% থেকে ২০২১ সালে মাত্র ৯%-এ নেমে এসেছে। মহিলা কর্মী-বাহিনীর অংশগ্রহণের হারও ২৪.৮% থেকে ২২.৩% এ হ্রাস পেয়েছে।

উপরন্তু, 'ঊর্ধ্বতন এবং ব্যবস্থাপক পদেও মহিলাদের অংশ কম রয়েছে।' প্রতিবেদনে আরও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে ভারতে মহিলারা পুরুষদের আয়ের মাত্র এক-পঞ্চমাংশ উপার্জন করেন। উপরন্তু, 'চারজন নারীর একজন' তাদের জীবনে অন্তত একবার 'ঘনিষ্ঠ সহিংসতা' সহ্য করে। যদিও ভারত শিক্ষাগত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা অর্জন করেছে, তবুও মহিলাদের মধ্যে নিরক্ষরতার হার বেশি। রিপোর্টটি ইঙ্গিত করে যে ২০২১ সালে ভারতে মাত্র ৬৫.৮% মহিলা সাক্ষর, যেখানে ৮২.৪% পুরুষের তুলনায়।

ভূমি ও সম্পত্তির অধিকারের ক্ষেত্রেও নারীরা বৈষম্য সহ্য করে। একটি ২০১৬, ইউনিসেফের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে ভারতে শুধুমাত্র ১২.৭% সম্পত্তি "মহিলাদের নামে" যদিও ভারতে ৭৭% মহিলা আয়ের মূল উৎস হিসাবে কৃষি কাজের উপর নির্ভর করে।

তথ্যসূত্র :

1. World Bank. (2001). Engendering Development:Through Gender Equality in Rights, Resources, and Voice. World Bank Policy Research Report. Oxford: Oxford University Press.
2. Sen, G. (1993). Women's Empowerment and Human Rights: The Challenge to Policy. Paper presented at the Population Summit of the World's Scientific Academies.
3. International Labour Organization (2017). Labor force participation rate, female (% of female population ages 15+) (modeled ILO estimate). International Labour Organization, ILOSTAT database.

4. Holmes Mary (2009): What Is Gender? Sociological Approches, SAGE Publications Ltd., pp. 10-11.
5. Thomas Reuters Foundation Survey. (2011).The world's 5 most dangerous countries for
6. women: Thomas Reuters foundation survey' (august 13,2011).
7. Kabeer, N. (2001). "Reflections on the Measurement of Women's Empowerment." In Discussing Women's Empowerment-Theory and Practice.
8. Wiklander, J. and Thede, S. (2010). Determinants of Women's Empowerment in Rural India An Intra-Household Study.
9. National family health survey (NFHS-3), 2005–06 India. Mumbai, India: International Institute for Population Sciences (IIPS) and Macro International; 2007. pp. 385–409.
10. http://www.rchiips.org/NFHS/NFHS3%20Data/VOL1/Chapter%2012%20%20HIV%20Prevalence%20%28422K%29.pdf.
11. Barooah Pisharoty, S. (2016). Twenty Years Too Long: Women's Reservation Bill Continues to Languish in Lok Sabha.The Wire. https://thewire.in/66260/womens-reservation-bill-in-lok-sabha/
12. Upadhyay, R. (2010). The Asia foundation on women empowerment.
13. https://asiafoundation.org/publication/womens-empowerment-in-india/ How to Empower Women.
14. Times of India. (2010). Rajya Sabha passes Women's Reservation Bill. http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/5663003.cms
15. Project Swayangsiddha to combat human trafficking, prevent child marriage, **June 4, 2018,** https://aitcofficial.org/aitc/project-swayangsiddha-to-combat-human-trafficking-prevent-child-marriage/
16. The Global Gender Gap Report by the World Economic Forum in 2017. www.http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report2017/dataexplorer/#economy=IND